বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(রূপালী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ সমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-২৮
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	২৯-৩২
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১৭/০৩/১৪২১ বঃ
০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষারিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ রূপালী ব্যাংক লিঃ ১৯৯৪ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলনমাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১৩/০৭/১৪২১ বঃ
২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষারিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	(BTB) বিটিবি	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C (HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৩।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	(ETP) ইটিপি	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	(FBPN) এফবিপিএন	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭।	(FBP) এফবিপি	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
৮।	FC (Account) এফসি একাউন্ট	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	(IDCP) আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	এলটিআর (LTR)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১১।	(LIM) লিম	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১২।	(PAD) পিএডি	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
১৩।	(LC) এলসি	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৪।	(PC) পিসি	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	(PSC) পিএসসি	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুন:তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট

				ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬।	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
২৭।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি(হাইপো),সিসি(প্লেজ),প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
৩১।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।
৩২।	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	মেয়াদী ঋণ আদায় না হওয়া , চলতি মূলধন ঋণ যথাসময়ে শ্রেণীকরণ না করা এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১২৮,৪০,৮৬,৫০০
০২	মঞ্জুরীশর্ত লংঘন করে মেয়াদোত্তীর্ণের পর সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৯৯,২৯,১৭,৪৩১
০৩	গ্রাহক কর্তৃক পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও তা বাতিল না করে পুনরায় সিসি(প্লেজ) ও লিম এর নবায়ন দেয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	৬২,০১,৩৩,০০০
০৪	অস্বচ্ছল গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর, সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ, জামানতকৃত সম্পত্তির উপর শাখার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	১৬,০৬,৬৭,২৪৪
০৫	ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে অনুমোদনহীন ঋণপত্র স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ বিল ক্রয় করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৯,৪০,৯২,৬৩৫
০৬	অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর, শূন্য মার্জিনে এবং ক্ষমতা বহির্ভূত ঋণপত্র স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৩,৮১,০৯,১৭০
০৭	বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মার্জিন শর্ত ভংগ করে/ঘাটতি রেখে আমদানি ঋণপত্র স্থাপন এবং অর্থের অভাবে মালামাল ছাড় করতে না পারায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ।	৭৫,২০,০০,০০০
০৮	মঞ্জুরী পত্রের শর্ত লংঘন করে ঋণপত্র খুলে জামানতবিহীন গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর দায় সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	২১,৪৩,৮১,০৮৯
০৯	ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে একই মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল (আইবিপি) ক্রয়ের মাধ্যমে দায় সৃষ্টি করে ব্যাংকের ক্ষতি।	৬,৫৯,৪৯,০০০
১০	ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণ মঞ্জুর ও জামানতবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	৮৭,৭৬,১২২
১১	প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সুষ্ঠু মনিটরিং এর অভাবে শাখা ব্যবস্থাপকের যোগসাজশে এসএমই ঋণ প্রদান বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৩৩,৭৮,২৭৮
১২	মনিটরিং এর অভাবে তদারককারীর যোগসাজশে অস্তিত্বহীন ব্যবসায়ীর অনুকূলে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৯২,৪৪,২৭৪
১৩	রপ্তানিকৃত ফ্রোজেন ফিসের মূল্য ইস্যুইং ব্যাংকের নিকট থেকে প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ক্ষতি ৫,১৭,২৯৫ মার্কিন ডলার।	৩,২৯,১৫,১৭৫
১৪	শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই না করে ঋণ অনুমোদন ও পরবর্তীতে আংশিক ঋণ বিতরণের কারণে প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ায় শিল্পটি রুগ্ন হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৭৯,৩২,৯৫৭
১৫	ঋণের শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও একাধিকবার পুন:তফসিল, শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ না করলেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং প্রকল্প বহির্ভূত জমি বিক্রি করে ঋণ হিসাবে জমা না করায় প্রকল্প ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	১,১০,০২,২৪৩
১৬	জালিয়াতি এবং নিকাশ (ক্লিয়ারিং) এর মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪,০৭,৩০,২০১
১৭	মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না হওয়ায় খেলাপী ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	৪,০৫,৩৪,৯৪৪
	সর্বমোট	**৪৭০,৬৮,৫০,২৬৩**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছর ঃ

- ১৯৯৪ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা	২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৩-০৬-২০১২ খ্রি:তারিখ পর্যন্ত
২	রূপালী ব্যাংক লিঃ, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা,ঢাকা	২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃহতে ১১-০৮-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত
৩	রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ, শামস ভবন কর্পোরেট শাখা, খুলনা	২২-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	রূপালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার মনোহরপুর শাখা	১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃহতে ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত
৬	রূপালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার অধীন রাজগঞ্জ শাখা	১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃহতে ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত
৭	রূপালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা উত্তর, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লবী শাখা এবং শ্যামলী শাখা	০৭-০৫-২০১২ খ্রিঃহতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত
৮	রূপালী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	১৫-০৯-২০১১ খ্রিঃহতে ০৫-১০-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ মেয়াদী ঋণ আদায় না হওয়া , চলতি মূলধন ঋণ যথাসময়ে শ্রেণীকরণ না করা এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১২৮,৪০,৮৬,৫০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৩-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স পান্না টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেয়াদী ঋণ আদায় না হওয়া , চলতি মূলধন ঋণ যথাসময়ে শ্রেণীকরণ না করা এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ১২৮,৪০,৮৬,৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।**
- শাখার গ্রাহক মেসার্স পান্না টেক্সটাইল মিলস্ লি: পূর্বে বিতরণকৃত মোট (১২,৩৫,৫৩,০০০+১৯,২৬,৬৯,০০০) বা ৩১,৬২,২২,০০০ টাকা যার স্থিতি ৫১,৮৩,০০,০০০ টাকা ২৮-০৫-২০০১ খ্রিঃতারিখের ৫৫৫তম পর্ষদ সভায় ১৫ বছরে ৬০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের জন্য পুন:তফসিল করা হয় এবং উক্ত ঋণের উপর ১৫ বছরে অর্জিত সুদ ব্লকড হিসাবে রেখে পরবর্তী ৫ বছরে পরিশোধের অনুমোদন দেয়া হয়। ১২-০৮-২০১০ খ্রিঃতারিখে মেয়াদী ঋণের আদায়যোগ্য ১২টি কিস্তি বাবদ ৯,২৮,৯৩,০০০ টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে শ্রেণীকরণ না করে পৃথক ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে মেয়াদী ঋণ বাবদ আদায়যোগ্য ৮৪,০৬,৯৩,২৩০ টাকা (মেয়াদী ঋণ-২১,২১,১৩,৯০৮ + ব্লকড ঋণের সুদ ৫২,১২,৫৩,৭১৫ = মোট ৭৩,৩৩,৬৭,৬২৩ টাকা + ব্লকড ঋণ-১০,৭৩,২৫,৬০৭) ও অন্যান্য ঋণ অনাদায়ী ৪৪,৩৩,৯৩,২৭০ টাকাসহ মোট অনাদায়ী ১২৮,৪০,৮৬,৫০০ টাকা।
- সিসি (হাইপো), সিসি প্লেজ/লিম) হিসাব ২২-১১-২০১০ খ্রিঃতারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও নবায়ন বা টাকা আদায় কোনটিই করা হয়নি। বিআরপিডি সার্কুলার-৫/২০০৫ মোতাবেক মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ হিসাবগুলো শ্রেণীকরণের বিধান থাকলেও তা করা হয়নি।
- ২২-০৮-২০১০ খ্রিঃতারিখে মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ বিআরপিডি সার্কুলার ৫/২০০৫ মোতাবেক Single Borrower Exposure Limit অতিক্রম করায় এবং ঋণটি বৃহদাংক হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ ব্যতিরেকে শাখা প্রধান ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টি করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছে। ফলে অনিয়মিতভাবে এলটিআর সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- শর্ত মোতাবেক ব্লকড ঋণ হিসাবের (পৃথকীকরণ) কিস্তি সেপ্টেম্বর/২০১০ হতে আদায়যোগ্য এবং যে কোন দুটি কিস্তি খেলাপী হলে প্রদত্ত সুবিধা বাতিলযোগ্য। উক্ত হিসাবগুলোতে কোন টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সুবিধা বাতিল করা হয়নি এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বর্তমানে মেয়াদী ঋণ (সুদবিহীন ব্লকসহ), সিসি (প্লেজ), মেয়াদী ব্লক ঋণ স্থিতি, সিসি (প্লেজ) ব্লক ও এলটিআর ঋণ স্থিতি যথাক্রমে ৭৩,৩৩,৬৭,৬২৩ টাকা + ৫,৫২,৯৩,৩৮৮ টাকা + ২৫,৩৯২৫,০২৩ টাকা + ১০,৭৩,২৫,৬০৭ টাকা + ১৩,৪১,৭৪,৮৫৯ টাকা = ১২৮,৪০,৮৬,৫০০ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে মেয়াদী ঋণ হিসাবের আদায়যোগ্য টাকা পরিশোধ করার জন্য গ্রাহককে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। আমদানিকৃত পণ্যের ডেমারেজ এড়ানোর লক্ষ্যে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এলটিআর দায় সৃষ্টি করে গ্রাহকের অনুকূলে ডকুমেন্টস্ হস্তান্তর করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উল্লিখিত সুবিধাদি প্রদান করা হলেও গ্রাহক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পর চলতি মুলধন ঋণ আদায় না করে লেনদেন সুবিধা প্রদান করা যথাযথ হয়নি এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টি গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ১৭-০৬-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়েছে।
- জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অর্থ আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত লংঘন করে মেয়াদোত্তীর্ণের পর সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯৯,২৯,১৭,৪৩১ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃহতে ১৩-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং এন্ড পেপারস লি: এবং মেসার্স ভার্গো ফার্মাসিউটিক্যালস লি: এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মঞ্জুরীশর্ত লংঘন করে মেয়াদোত্তীর্ণের পর বড় অংকের সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৯৯,২৯,১৭,৪৩১ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " খ " তে দেখানো হলো)।**
- (ক) মেসার্স জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং এন্ড পেপারস লি: এবং মেসার্স ভার্গো ফার্মাসিউটিক্যালস লি:কে প্রধান কার্যালয়ের ০৫-০৭-২০১০ খ্রিঃতারিখের অনুমোদনে পূর্বের মঞ্জুরীকৃত ১৪.৫০ কোটি টাকা ও বর্ধিত ২০.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৩৪.৫০ কোটি টাকা এক বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ছিল কোন অবস্থাতেই সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে না। কিন্তু উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করায় পুনরায় ১৫.০০ কোটি টাকা বর্ধিত করে ৪৯.৫০ কোটি টাকা ঋণ সীমা ১০-১১-২০১০ খ্রিঃতারিখে একই মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হিসাবটি ০৪-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ছিল, লেনদেনের টার্নওভার চারগুণ করতে হবে। কিন্তু লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণের পর ১৭.৬৪ কোটি টাকা সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করে ২৫.৫৩ কোটি টাকার সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃতারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলে উক্ত দায় আদায় অথবা নবায়ন না করে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে যা একটি গুরুতর অনিয়ম।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫, তাং-০৫-০৬-২০০৬ খ্রিঃ মোতাবেক ঋণ হিসাবটি সন্দেহজনক মানে শ্রেণীকরণ হওয়া সত্ত্বেও তা না করায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় বৃদ্ধি হয়েছে এবং সুদারোপ করে গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে।
- (খ) প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের ১২-১০-২০০৯খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্রসহ পরবর্তী সকল মঞ্জুরী/নবায়ন পত্রে অনুমোদিত ঋণ সীমার অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা কোন অবস্থাতেই প্রদান করা যাবে না মর্মে শর্তারোপ করা হলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবটি ১২-১০-২০১০ খ্রিঃতারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ঋণ আদায়ের পদক্ষেপ (সীমাতিরিক্তসহ) গ্রহণ না করে আরো বড় অংকের যেমন ২৬-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখে দু'টি চেকের মাধ্যমে ১২ কোটি, ২৮-০২-২০১২ তারিখে ৬,৩০,৫৭,০০০ কোটি এবং ১৪-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১,০০,০০,০০০ টাকার অনিয়মিত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ২৩-০৫-২০১২ খ্রিঃতারিখের মঞ্জুরীপত্রে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সহায়ক জামানত ন্যূনতম ১.৫০ গুণ গ্রহণ করার শর্তারোপ করা হলেও তা পরিপালন না করে বর্ধিত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখের মঞ্জুরীপত্রে ঋণ হিসাবটি ১৫,০৪,৭৫,০০০ টাকা নবায়ন করা হলেও সীমাতিরিক্ত ঋণ আদায় না করায় উক্ত মঞ্জুরী কার্যকর হয়নি। ফলে বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫/২০০৫ মোতাবেক পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল, যা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে,(ক) ঋণ হিসাবটি ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃতারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর উহা পরবর্তী বৎসরের জন্য নবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। গ্রাহকের প্রতি কোনরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়নি। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য উক্ত সীমাতিরিক্ত ঋণের উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। (খ) সীমাতিরিক্ত ঋণ সমন্বয়ের জন্য গ্রাহককে নিয়মিতভাবে তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পাবে। উক্ত আয় হতে ঋণ সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও নবায়ন না করে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ১৭-০৬-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের সমুদয় টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -০৩।

শিরোনাম ঃ গ্রাহক কর্তৃক পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও তা বাতিল না করে পুনরায় সিসি(প্লেজ) ও লিম এর নবায়ন দেয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৬২,০১,৩৩,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃহতে ১১-০৮-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স চৌধুরী লেদার এন্ড কোং লিঃ কে প্রদত্ত পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও তা বাতিল না করে পুনরায় সিসি (প্লেজ) ও লিম নবায়ন দেয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৬২,০১,৩৩,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।**
- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং প্রকা/শিঋবি-২/২৮০৯/৮১০ তাংঃ- ২০-০৮-২০০৯ খ্রিঃতারিখ অনুযায়ী গ্রাহকের সিসি (প্লেজ),প্রকল্প, পিসিসি ও এলসি/লিম বাবদ মোট ৪৫৬৬.২১ লক্ষ টাকা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১২ বৎসরে আদায়ের নিমিত্তে পুনঃতফসিল করা হয়। তাছাড়া উক্ত স্মারকেই ০১-০৮-২০১০ খ্রিঃতারিখ মেয়াদে ৮৫০.০০ লক্ষ টাকার সিসি (প্লেজ) ও ৩৫০.০০ লক্ষ টাকার এলসি লিম মঞ্জুর করা হয়। পুনঃতফসিলের খ(২) নং ,শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহীতা যদি কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এছাড়া প্রতিটি রপ্তানি বিল হতে ১০% হারে কর্তন করে সমুদয় পুনঃতফসিলকৃত ঋণের মোট কিস্তি আদায় করতে হবে । কর্তিত অর্থের পরিমাণ মোট কিস্তির চেয়ে কম হলে ঋণ গ্রহীতা নিজস্ব উৎস থেকে ঘাটতি কিস্তি পরিশোধ করবেন।
- গ্রাহক সর্বশেষ পুন:তফসিল অনুযায়ী ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত ৯৫.৪৫ লক্ষ টাকা হিসাবে ৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তি বাবদ ৭৬৩.৬০ লক্ষ টাকা পরিশোধের নির্দেশ থাকলেও পরিশোধ করেছে মাত্র ১০০.৬৮ লক্ষ টাকা । ফলে বর্তমানে প্রায় ৭টি কিস্তি অনাদায়ী রয়েছে। এতদসত্ত্বেও পার্টির পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- নতুনভাবে সৃষ্ট ৮৫০ লক্ষ টাকার সিসি (প্লেজ) ০১-০৮-২০১০ খ্রিঃতারিখ মেয়াদের মধ্যে কোন প্রকারেই সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে না। সুদারোপের ফলে সীমাতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি হলে ১৫ দিনের মধ্যে তা আদায় করতে হবে। মেয়াদান্তে গ্রাহকের হিসাবে মোট অনাদায়ী ৯২৭.৫০ লক্ষ টাকা (আসল ৮৫০.০০ + সুদ ও অন্যান্য ৭৭.৫০ লক্ষ) । গ্রাহক কর্তৃক কোন টাকা পরিশোধ না করলেও সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় পুনরায় শাখার সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ সীমা ৯৭২.৪৬ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করে ৩১-০৭-২০১১ খ্রি:তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। ০৪-০৮-২০০৯ খ্রিঃতারিখে ৮৫০.০০ লক্ষ টাকার বিতরণকৃত সিসি (প্লেজ) এর বিপরীতে অডিট চলাকালীন পর্যন্ত (৩১-০৭-২০১১খ্রি:) কোন লেনদেন করা হয়নি। ফলে দীর্ঘ ২ বছর পূর্বে সংগৃহীত প্লেজ মালের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- নতুনভাবে বিতরণকৃত এলসি/লিম ৩৮০.৩৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে বর্তমান মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ৪০২.৬৯ লক্ষ টাকা।
- গ্রাহকের মোট ৪১৭৫.৩৫ লক্ষ টাকা জামানতের বিপরীতে বর্তমান দায় রয়েছে ৬২০১.৩৫ লক্ষ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণসমূহ সম্প্রতি নবায়ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত। রপ্তানি বিল হতে নিয়মানুযায়ী ১০% টাকা আদায় করা হচ্ছে এবং নবায়ন অনুমোদনের পর এককালীন ২৫.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব উৎস হতে ঋণ গ্রহীতা পরিশোধ করেছেন। ঋণটি জামানত সমৃদ্ধ এবং অন্যান্য কিস্তি ও সুদ যথাসময়ে আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী টাকা আদায় করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-১০-২০১১ খ্রিঃতারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-১২-২০১১ খ্রিঃতারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। আলোচ্য আপত্তির বিষয়ে ৩০-০৫-২০১২খ্রিঃতারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় ঋণ আদায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনায় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ০৪-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানটি ১০০% চামড়া রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক ২৫.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট জমা দিয়েছেন এবং বিগত ৩০-১০-২০১১খ্রিঃতারিখ হতে ২০-০৫-২০১২খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত পুন: তফসিলকৃত বিভিন্ন ঋণ হিসাবে ১৩৩.৫৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। ০১-০১-২০১১খ্রিঃতারিখে হতে ২০-০৫-২০১২খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮.৭০ কোটি টাকা। ঋণগুলো জামানতসমৃদ্ধ। পুন:তফসিল শর্তানুযায়ী রপ্তানি বিল হতে কিস্তি আদায়, কিস্তির অর্থ কম হলে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে কিস্তি পরিশোধ অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০৪-১২-২০১২ খ্রি:তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি এর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ পুন:তফসিলকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ অস্বচ্ছল গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর, সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ, জামানতকৃত সম্পত্তির উপর শাখার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ দায় বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১৬,০৬,৬৭,২৪৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃহতে ১৩-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স ক্যাপিটাল এসেটস্ প্রোডাকশন লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার সুপারিশে অস্বচ্ছল গ্রাহকের অনুকূলে বড় অংকের ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরী সীমা লংঘন করে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ, জামানতকৃত সম্পত্তির উপর শাখার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ দায় বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১৬,০৬,৬৭,২৪৪ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।**
- মেসার্স ক্যাপিটাল এসেটস্ প্রোডাকশন লিঃ ল্যান্ড ডেভেলপারস ও রিয়েল এষ্টেট ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনজন পরিচালকের সমন্বয়ে মাত্র ৩.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে গঠন করা হয়। শাখার তথ্যানুসারে তিনজন পরিচালকের নীট সম্পদ মাত্র ১,৭২,১৭,০০০ টাকা এবং সিআরজি (Credit Risk Grading) স্কোর মাত্র ৫৫ যা ঝুঁকি সীমার নীচে। আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে শাখার সুপারিশে, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনে ১২ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মঞ্জুরী সীমা লংঘন করে সীমাতিরিক্ত ১৪,৫২,৭৪,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, যা গুরুতর অনিয়ম।
- বন্ধকীতব্য সম্পত্তির মালিক মো: সাইফুল ইসলাম এর সংগে ক্যাপিটাল এসেটস এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনৈক চেয়ারম্যান জনাব মো: কামরুল ইসলাম। কামরুল ইসলাম নামে আলোচ্য ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে কোন পরিচালক না থাকায় ত্রুটিপূর্ণ ডকুমেন্টের বিপরীতে ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুর করা হয়।
- বন্ধকীকৃত সম্পত্তি গজারিয়া থানায় মুন্সীগঞ্জ জেলায় চর বাউসিয়ায় অবস্থিত এবং প্রতি শতাংশ জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩,১০,০০০ টাকা যা যথাযথ নয়। তাছাড়া শাখা কর্তৃক উক্ত জমির কোন মূল্যায়ন করা হয়নি।
- প্রকল্পটি ল্যান্ড ডেভেলপারস ও রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ীর বন্ধকীকৃত ভূমি উন্নয়নপূর্বক গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে ব্যাংকের দায় শোধ করার শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু উক্ত বন্ধকীকৃত সম্পত্তির উপর ব্যাংকের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যাংকের আলোচ্য ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, অনুমোদন প্রক্রিয়া কিছুটা সময় সাপেক্ষ বিধায় গ্রাহকের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উক্ত সীমাতিরিক্ত ঋণের উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অনুমোদনহীন সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ১৭-০৬-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখেতাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়েছে।
- জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে অনুমোদনহীন ঋণপত্র স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ বিল ক্রয় করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৯,৪০,৯২,৬৩৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বিভাগের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদিতে টিসিবি ভবন শাখার গ্রাহক মেসার্স এন.ডি প্রিন্টিং এন্ড এমব্রয়ডারী লিমিটেড ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে অনুমোদনহীন ঋণপত্র স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ বিল ক্রয় করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৯,৪০,৯২,৬৩৮ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঙ " তে দেখানো হলো)।**
- প্রধান কার্যালয়ের ০১-০৩-২০১১ খ্রি:তারিখের ইস্তেহার নং প্র/কা/সংস্থা/ডিএসআর/০১ এর মাধ্যমে নির্বাহী কর্মকর্তাগণের ঋণ মঞ্জুরী এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঋণদান সংক্রান্ত অর্পিত ক্ষমতা তফসিল ২০০৪ সংশোধন করা হয়। উক্ত আদেশের বৈদেশিক বিনিময় অংশের ক্রমিক নং-৩ এর বি ধারা মোতাবেক কোন গ্রাহকের প্রথম ঋণপত্র খোলার অনুমতি অবশ্যই প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তাছাড়া ঋণ সংশ্লিষ্ট পণ্য দু'জন মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গ্রহণ করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা উপেক্ষা করে টিসিবি ভবন শাখার গ্রাহক মেসার্স এন.ডি প্রিন্টিং এন্ড এমব্রয়ডারী লিমিটেড এর নামে ক্রমাগত ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে।
- অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করে পিএডি দায় সৃষ্টি এবং অনিয়মিতভাবে বিল ক্রয়সহ আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে মে, ২০১১ হতে ক্রমাগতভাবে প্রধান কার্যালয় আন্তর্জাতিক বিভাগ হতে শাখাকে অবহিত করা হয়।
- বিষয়টি আমলে না নিয়ে শাখার তৎকালীন এজিএম বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে পদায়ন করে ক্রমাগত ঋণপত্র খুলে ও রপ্তানিবিল ক্রয় করে সিংহভাগ দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- তাছাড়া পিএডি ফোর্সড ঋণে পরিণত করা হয়নি, ইস্যুয়িং ব্যাংক ও এ্যাডভাইজিং ব্যাংক প্রায় ক্ষেত্রে একই, প্রতিক্ষেত্রে সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অন্যের বিপরীতে বিটুবি ঋণপত্র স্থাপন করে ব্যাংক হতে অর্থ বের করে নিয়েছে।
- ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্ট প্রাপ্তি, স্বীকৃতিপত্র প্রদান ও বিল ক্রয় একই তারিখের, যা অবাস্তব ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়ম নীতির লংঘন। ফলে বিলসমূহ কেবল ত্রুটিপূর্ণ নয়, ব্যাংক হতে ব্যাংকারের সহযোগিতায় সুকৌশলে অর্থ বের করে নেয়া হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সৃষ্ট অনিয়মিত ঋণের জন্য জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে চার্জশীট ইস্যু করা হয়েছে। পাশাপাশি অনিয়মিত ও অননুমোদিতভাবে সৃষ্ট ঋণগুলো বাস্তব অবস্থা মূল্যায়নপূর্বক ১০০% জামানত সমৃদ্ধ করতঃ Re-payment Schedule প্রদান করতে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে আদায় নিশ্চিত করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- দায়িত্বরত শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে। বিষয়টি জানা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ত্রুটিপূর্ণ বিল ক্রয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য অনিয়মিত ঋণের দায়ভার ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঋণটি জামানতসমৃদ্ধ ও repayment schedule প্রদান করে আদায় নিশ্চিত করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। শাখার কার্যক্রম প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করে জবাব প্রদানের জন্য ১৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর, শুন্য মার্জিনে এবং ক্ষমতা বহির্ভূত ঋণপত্র স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৮১,০৯,১৭০ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃপর্যন্ত নিরীক্ষাকালে এসএমই ডিভিশন অনুমোদিত টিসিবি ভবন শাখার গ্রাহক মেসার্স এন.ডি প্রিন্টিং এন্ড এমব্রয়ডারী লিমিটেড এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর, শুন্য মার্জিনে ঋণ বিতরণ, বোর্ডের অনুমোদন না নিয়ে ক্ষমতা বহির্ভূত ঋণপত্র স্থাপন করায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত দায় ১৩,৮১,০৯,১৭০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " চ" তে দেখানো হলো)।**
- মেসার্স এনডি প্রিন্টিং এন্ড এমব্রয়ডারী লিঃ এর অনুকূলে পূর্বে দেয় IIDFC (Industrial and Infrastructure Development Finance Company) এর প্রকল্প ঋণের দায় ক্রয়ের বিপরীতে ১৫,২৬,৫০,০০০ টাকা মঞ্জুরী পত্র নং-প্র/কা/এসএমইবি/শাখা ৬৯৭ তারিখ ৮-১২/২০১০ এর মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়। অনুমোদন পত্রের ৩নং শর্তে বলা হয়েছে যে ঋণ বিতরণ সূচী অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রথমে ইক্যুইটির অংশ খরচ করার পর ব্যাংক ঋণের কিস্তি ছাড় করতে হবে। এ জাতীয় শর্ত স্ববিরোধী। কারণ ঋণটি অন্য ব্যাংকের নিকট হতে ক্রয়কৃত প্রকল্প ঋণ।
- Cost of the Project ১৪.৫৮ কোটি টাকা নিশ্চিত না হয়েই মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে।
- সিসি (হাঃ) এলটিআর লিমিট ৬.৫০ কোটি টাকা দেয়া হলেও মার্জিন ও ঋণ পরিচালনার শর্তাদি বিবৃত হয়নি। ফলে মার্জিনসহ ঋণসমূহের মৌলিক নীতি পরিপালিত হয়নি।
- আলোচ্য গ্রাহকের অনুকূলে শুন্য মার্জিনে ৯০,২৬,০০০ টাকার আমদানি ক্যাশ এলসি স্থাপন করে দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন গ্রাহকের অনুকূলে শুন্য মার্জিনে এ ধরনের ক্যাশ এলসি অনুমোদন নজিরবিহীন। এ ধরনের এলসি স্থাপনের ক্ষমতা (এজিএম কর্তৃক) রূপালী ব্যাংকের নির্বাহীদের আর্থিক ক্ষমতার ব্যত্যয়।
- ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের অনুমোদনের ক্ষমতা একমাত্র পরিচালনা পর্ষদের। বোর্ডের অনুমোদন না নিয়ে শুন্য মার্জিনে ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানির জন্য ক্যাশ এলসি স্থাপন (এজিএম কর্তৃক) ক্ষমতা বহির্ভূত, যা করা হয়েছে।
- IIDFC হতে মর্টগেজ অবমুক্ত করে ব্যক্তিমালিকানা সম্পত্তি কোম্পানীর নামে স্থানান্তর না করেই ব্যক্তি হতে মর্টগেজ নেয়া হয়। তাছাড়া কোম্পানীর পাওনা প্রতিবেদন ব্যতিরেকেই পে-অর্ডারে দায় পরিশোধ করা হয়। এতদব্যতীত ২০.০০ লক্ষ টাকার Paid up Capital ৬৩১.১৮ লক্ষে উন্নীত না করেই ঋণ বিতরণ করা হয় যা মঞ্জুরী শর্তের পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ২(দুই) জন শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে অনুমোদনকৃত ঋণের অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। যার ভিত্তিতে টিসিবি ভবন কর্পোরেট শাখার জড়িত কর্মকর্তাদের শাখায় সংযুক্ত (Attached) করে ঋণগুলো আদায়ের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ের শৃঙ্খলা বিভাগ কর্তৃক জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ঋণ বিতরণ গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ঋণগুলো আদায়ের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করে জবাব প্রদানের জন্য ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মার্জিন শর্ত ভংগ করে /ঘাটতি রেখে আমদানি ঋণপত্র স্থাপন, অর্থের অভাবে মালামাল ছাড় করতে না পারায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৭৫,২০,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আইসিডি কর্তৃক অনুমোদিত গুলশান শাখার গ্রাহক মেসার্স প্যানবো বাংলা মাশরুম লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মার্জিন শর্ত ভংগ করে/ঘাটতি রেখে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান, অর্থের অভাবে মালামাল ছাড় করতে না পারায় ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দায় ৭৫,২০,০০,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ছ " তে দেখানো হলো)।**
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৮৪৯তম বোর্ড সভায় মেসার্স প্যানবো বাংলা মাশরুম লিঃ এর অনুকূলে ৫৩,১০,১৯,০০০ টাকা (৪৯,৯০,০০,০০০ টাকা মেশিনারি আমদানি এবং ৩,২০,১৯,০০০ টাকা আইডিসিপি) ঋণ ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন দেয়া হয়। অনুমোদন পত্রের ১১নং অনুচ্ছেদ এর (iii) নং শর্তে বলা আছে ক্যাশ মার্জিন ৩০% হিসাবে ২৫,১৩,১৮,০০০ টাকা নগদ জমা সাপেক্ষে মেশিনারি আমদানি ঋণপত্র স্থাপন করা যাবে। কিন্তু বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকেই ১৭,১৩,১৮,০০০ টাকা ক্যাশ মার্জিন ঘাটতি রেখেই ২২-০৬-২০১১ খ্রিঃতারিখে এলসি নং-০২৯০১১০১০০১৫ মূল্য ৭৪৮৮৮৫২.০০ ইউরো আমদানি ঋণপত্র স্থাপন করা হয়।
- ইতোমধ্যে ১৪৭৭৬৬২.২০ ইউরো মালামাল ছাড় হওয়ায় ১০,৮৭,০০,০০০ টাকার মেয়াদী ঋণ সৃষ্টি হয়। ঋণপত্রের অবশিষ্ট মালামাল বন্দরে খালাসের অপেক্ষায়। ঘাটতি মার্জিনজনিত কারণে ফান্ডের অভাবে মালামাল বন্দর হতে ছাড় হয়নি। গ্রাহকের মালামাল ছাড়করণ সংক্রান্ত স্বল্প মেয়াদী ১৩,৫০,০০,০০০ টাকার ঋণ আবেদন ব্যাংকের ঋণ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে।
- ঋণপত্রের বিপরীতে স্বীকৃতি দেয়ায় বিদেশী ব্যাংকের দায় ফোর্সড পিএডি সৃষ্টির মাধ্যমে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। ফলে প্রকল্প কার্যক্রম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার সাথে সীমা অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হবে ২৫,৩১,০০,০০০ টাকা।
- ফলে ঘাটতি মার্জিনের কারণে ব্যাংকের ঋণের বিপরীতে দেয় মেয়াদী ঋণ ও ঋণপত্রের দায় যথাক্রমে ১০৮৭ লক্ষ টাকা +৭১১৫ লক্ষ টাকা = ৮২০২ লক্ষ টাকা - ০১-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখের বিদ্যমান মার্জিন স্থিতি ৬৮২ লক্ষ টাকা = সর্বমোট ৭৫২০.০০ লক্ষ টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মূল অনুমোদন পত্রের শর্ত শিথিল করে ৮.০০ কোটি টাকা গ্রহণপূর্বক ঋণপত্র খোলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শর্ত ভংগ করে মার্জিন ঘাটতি রেখে ঋণপত্র স্থাপন গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, শাখা তার মূল্যবান গ্রাহকের তাৎক্ষণিক ব্যবসায়িক সুবিধার্থে কম মার্জিন সংরক্ষণ করে এলসি খুলেছিল। বর্তমানে গ্রাহক মার্জিন হিসাবে ১৭১৫.১৪ লক্ষ টাকা জমা করেছেন। অবশিষ্ট টাকা অল্প দিনেই জমা করবেন বলে জানিয়েছেন। মার্জিন ঘাটতি রেখে ঋণপত্র খোলা হলেও গ্রাহক ঘাটতি মার্জিনের টাকা জমা করে মালামাল খালাস করছেন বিধায় ঝুকিঁপূর্ণ দায় সৃষ্টি হবে না। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করে জবাব প্রদানের জন্য ১৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত লংঘন করে ঋণপত্র খুলে জামানতবিহীন গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর দায় সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২১,৪৩,৮১,০৮৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তঃর্জাতিক বিভাগ এর অনুমোদিত রূপালী সদন শাখার গ্রাহক এম,এম ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্টস লিঃ, চট্টগ্রাম এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লংঘন করে ঋণপত্র খুলে জামানতবিহীন গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর দায় সৃষ্টিতে ব্যাংকের ক্ষতি ২১,৪৩,৮১,০৮৯ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " জ " তে দেখানো হলো)**।
- প্রধান কার্যালয়ের ০৩-১১-২০১০ খ্রিঃতারিখের ঋণপত্র মঞ্জুরীর ৩নং শর্ত মোতাবেক স্থায়ী ও ভাসমান সম্পদের উপর রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সাথে চার্জ সৃষ্টি না করে ঋণপত্র খোলা ও এলটিআর সুবিধা দেয়া হয় এবং ৮নং শর্ত মোতাবেক প্রকল্পের যন্ত্রপাতি হাইপোথিকেশন করা হয়।
- ঋণ পত্রের বিপরীতে আমদানি মাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে নেই অর্থাৎ মাল মজুদ রাখতে ব্যাংক সমর্থ হয়নি।
- শাখার সাথে গ্রাহকের পূর্বের ব্যবসায়িক ট্রানজেকশন না থাকলেও ৩০-৬-২০১০ খ্রিঃতারিখে চলতি হিসাব খোলা হয়। স্বচ্ছল গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার জামানত ছাড়া বড় অংকের ট্রাস্ট রিসিট লোন মঞ্জুরী ও বিতরণ যথাযথ হয়নি।
- মঞ্জুরীর ২নং শর্ত মোতাবেক Post Dated Cheque নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করতে হবে যেন Dishonour না হয়। শাখার ২৭-১১-২০১১ খ্রিঃতারিখ এর পত্র অনুযায়ী ঋণ হিসাবটি Overdue হয় এবং কোন চেক গ্রাহক প্রদান করেননি। ফলে ঋণ আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।
- স্বচ্ছ সিআইবি রিপোর্ট ব্যতিরেকে ঋণপত্র খোলা হয়। গ্রাহক ঋণ প্রাপ্তির পর আর্থিক তারল্য সংকটের কারণে ঋণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। মাল নিয়ন্ত্রণে না থাকায় এলটিআরের নামে সুকৌশলে ব্যাংক হতে অর্থ বের করে নেওয়া হয়েছে।
- মঞ্জুরী পাওয়ার পর মঞ্জুরীর ৩ ও ৮ নং শর্ত রহিত করণের জন্য গ্রাহকের আবেদন, বিদেশী এলসির বিপরীতে স্থানীয় এলসি খোলার অনুমতি এবং অনুমোদিত ঋণপত্র খোলার অপারগতা গ্রাহক কর্তৃক প্রদর্শন করলেও তা আমলে না নিয়ে ঋণপত্র খুলে দায় সৃষ্টি করা হয়।
- বর্তমানে ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ। প্রধান কার্যালয়ের ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় ঋণটি ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক বাংলাদেশের স্বনামধন্য মোস্তফা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মোট টার্ণওভার পাঁচ হাজার কোটি টাকার উপর। শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে এলটিআর ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে গ্রাহক ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিতকরণের আবেদন করলে বিধি মোতাবেক সুযোগ না থাকায় ঋণ আদায়ার্থে শাখাকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহক স্বনামধন্য মোস্তফা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান হলেও আলোচ্য গ্রাহকের পরিশোধিত মূলধন মাত্র ৫.০০ লক্ষ টাকা। এরূপ গ্রাহকের অনুকূলে জামানতবিহীন ঋণপত্র স্থাপন ও এলটিআর দায় সৃষ্টিতে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন। তাছাড়া ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, সিআইবি রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় ঋণপত্র স্থাপন করা হয়। শর্ত মোতাবেক ঋণপত্র স্থাপনের সময় ১০% মার্জিন এবং এলটিআর সুবিধা প্রদানের সময় ১০% মার্জিন গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ঋণের কভারে HSBC ব্যাংকের ২৬,৪৪,৮০,০০০ টাকা মূল্যমানের পোষ্ট ডেটেড চেক ও মোস্তফা গ্রুপের কর্পোরেট গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে। পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী কিস্তির টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। জবাবে তাৎক্ষণিক জবাবের অনুরূপ মন্তব্য প্রদান করা হয়। গ্রাহকের আবেদনক্রমে ঋণটি পুন:তফসিল

করা হয়েছে। ঋণটির আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ধিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পুনঃ তফসিল মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা এবং অনিয়মিতভাবে এলটিআর সৃষ্টির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনাম ঃ ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে একই মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল (আইবিপি) ক্রয়ের মাধ্যমে দায় সৃষ্টি করে ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৫৯,৪৯,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ খ্রিঃ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগে প্রেরিত গুলশান কর্পোরেট শাখার বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে একই মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিল (আইবিপি) ক্রয়ের মাধ্যমে দায় সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৫৯,৪৯,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঝ" তে দেখানো হলো)।**
- প্রধান কার্যালয়ের ০৩-১১-২০১১ খ্রি:তারিখের ইস্তেহার নং-প্রকা/সংস্থা/ডিএসআর/০১ এর মাধ্যমে নির্বাহী কর্মকর্তাগণের ঋণ মঞ্জুরী এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঋণদান সংক্রান্ত অর্পিত ক্ষমতা তফসিল ২০০৪ সংশোধন করা হয়। উক্ত আদেশের বৈদেশিক বিনিময় অংশের ক্রমিক নং- ৩ এর বি ধারা মোতাবেক কর্পোরেট শাখার ডিজিএম কে ৫কোটি টাকার ঋণপত্র (বিবিএলসি) খোলার ক্ষমতা দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে কোন গ্রাহকের প্রথম ঋণপত্র খোলার অনুমতি অবশ্যই প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তাছাড়া ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট পণ্য ২জন মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গ্রহণ করতে হবে।
- বিদেশী বায়ারের ক্রেডিট রিপোর্ট গ্রহণ/যাচাই ব্যতিরেকে এবং বিদেশী ক্রেতার আমদানি ঋণপত্রের সঠিকতা নিশ্চিত না হয়েই ক্রমাগতভাবে একই মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অন্যের অনুকূলে আমদানি-রপ্তানির জন্য ঋণপত্র (ব্যাক টু ব্যাক এলসি) ক্রমাগত স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে আমদানি মাল ও উৎপাদিত পণ্যের কোন যাচাই ছাড়া এবং রপ্তানি নিশ্চিত না হয়েই ধারবাহিকভাবে ঋণপত্র স্থাপনের মাধ্যমে দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত পণ্যের রপ্তানি হবে না এবং একই গ্রাহকের টিসিবি শাখার ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট বড় অংকের দায় আছে তা নিশ্চিত জেনেও (কর্মকর্তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল) একই তারিখে ঋণপত্র স্থাপন, রপ্তানির ডকুমেন্ট তৈরী ও একই তারিখে বিল ক্রয় করা হয়েছে। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও গ্রাহকের যোগসাজশে কেবলমাত্র ব্যাংকের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রপ্তানি ক্রয় দেখিয়ে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। (টাকার পরিমাণ ৩২৬.২৯ লক্ষ)।
- প্রধান কার্যালয়ের আইডি বিভাগের ২১-৯-২০১১খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৬৯৩ মোতাবেক একই মালিকানাধীন দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর ঋণপত্র স্থাপন ও আইবিপি ঋণ সৃষ্টি আর্থিক ক্ষমতা তফসিলের অপব্যবহার, যা আলোচ্য ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে।
- মোট এলসি সংশ্লিষ্ট মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ৬,৫৯,৪৯,০০০ টাকা, উক্ত দায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টির অপেক্ষায়। কিন্তু ইতোমধ্যে একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিল ক্রয় সংশ্লিষ্ট ৩২৬.২৯ লক্ষ টাকা ফান্ডেড দায় সৃষ্টি হয়েছে। স্বীকৃতি দেয় ঋণপত্রের দায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ১০০% বাধ্যতামূলক পরিশোধ করা হলে ফান্ডেড দায়ের পরিমাণ আরো ৩২৬.২৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এখানে উল্লেখ্য স্টক লট মালের কোন অস্তিত্ব নেই। কেন রপ্তানি হয়নি, এ সম্পর্কিত কোন তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এ জাতীয় কার্যক্রম ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ২৩ ধারার পরিপন্থী।
- মার্জিনবিহীন ক্যাশ এলসি খোলার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তার উপর বর্তায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে উক্ত শাখায় তদন্ত কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শাখার তৎকালীন উপ মহা ব্যবস্থাপক এ,এ,এম ফেরদৌস সরকারকে তার দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। অনিয়মের সংগে জড়িত কর্মকর্তা তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল টিসিবি শাখায় কর্মরত অবস্থায় একই গ্রাহকের অনুকূলে অনুরূপ অনিয়ম করার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট নির্বাহীকে পদোন্নতি দিয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট শাখায় পদস্থাপন করে আলোচ্য অনিয়ম করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ফলে আলোচ্য অনিয়মের দায়-ভার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম ঃ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণ মঞ্জুর ও জামানতবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৭,৭৬,১২২ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকার সিএল বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণ মঞ্জুর ও জামানতবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৭,৭৬,১২২ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঞ " তে দেখানো হলো)।**
- রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ঋণদান সংক্রান্ত অর্পিত ক্ষমতা ২৪-০১-১১ খ্রিঃতারিখের ৮৪৭তম বোর্ড সভার সংশোধিত তফসিল এর অনুচ্ছেদ নং-২ মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত সিসি হাইপো ঋণের সহযোগী জামানত কমপক্ষে দেড়গুণ (১.৫ গুণ) হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক কোন প্রকার জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে একই দিনে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড নির্দেশনা লংঘন করা হয়েছে।
- ঋণ বিতরণকারী নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশে তাঁর পূর্ববর্তী কর্মস্থল টিসিবি শাখায় কর্মরত অবস্থায় একই গ্রাহকের অনুকূলে ১.৫০ কোটি টাকার সিসি ঋণসহ ১৫.২৬৫ কোটি টাকার প্যাকেজ ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়। উক্ত বিষয়টি অবহিত থাকা সত্ত্বেও একই ব্যবস্থাপনার অনুকূলে সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ঋণ বিতরণের পর ঋণ হিসাবে ক্রেডিট ট্রানজেকশন দেখানো হলেও মূলত ট্রানজেকশনসমূহ অলীক। কারণ একই তারিখে সমপরিমাণ ডেবিট ও ক্রেডিট ট্রানজেকশন অবাস্তব ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঋণ হিসাবটি ইতিবাচক দিক প্রদর্শনের অপচেষ্টা মাত্র। এ ধরনের নেতিবাচক ব্যাংকিং ঋণ ব্যবস্থাপনা ক্ষতির পরিচায়ক।
- বিতরণকৃত টাকার বিপরীতে কোন প্রকার জামানত না থাকায় উক্ত টাকা ব্যাংকের ক্ষতি। বাস্তবে কোন ডকুমেন্টস জমা করা হয়নি।
- মঞ্জুরী পত্রের ৭নং শর্ত মোতাবেক ঋণের ব্যবহার ও আদায় ঋণ বিতরণকারী নির্বাহীর উপর বর্তানো হয়েছে বিধায় এই ধরনের দায় দায়িত্ব তারই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবগুলোর বিষয়ে নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঋণগুলো আদায়/নিয়মিতকরণের বিষয়ে শাখাকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জামানতবিহীন সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ, গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবগুলোর বিষয়ে নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সুষ্ঠু মনিটরিং এর অভাবে শাখা ব্যবস্থাপকের যোগসাজশে ভুয়া এসএমই ঋণ প্রদান বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,৩৩,৭৮,২৭৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ইউসুফ মার্কেট শাখা, ঢাকা হতে প্রেরিত সিএল ও পরবর্তীতে সংগৃহীত এসএমই লোন সংক্রান্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সুষ্ঠু মনিটরিং এর অভাবে শাখা ব্যবস্থাপকের যোগসাজশে ভুয়া ব্যবসায়ীদের এসএমই ঋণ প্রদান বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,৩৩,৭০,৩০৮ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ট" তে দেখানো হলো)।**
- প্রধান কার্যালয়ের ১০-৬-২০১০ খ্রিঃতারিখের ইস্তেহার নং-১৮ এর মাধ্যমে এসএমই নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসারে সুলভ ঋণ ২.০০-৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদনের ক্ষমতা শাখা পর্যায়ে দেয়া হয়। নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৩ এ আঞ্চলিক প্রধান মঞ্জুরীকৃত ঋণ পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে যাচাইবাছাই করে স্বাক্ষর করার বিধান রাখা হয়। উক্ত নীতিমালায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ১৫জন কর্মকর্তা/নির্বাহী সমন্বয়ে গঠিত টিমকে নিয়মিত তদারকির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
- বাজেট মোতাবেক শাখা হতে SME সুলভ মানের ৪৩টি ঋণের বিপরীতে ২,৪৩,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে ২৭টি ঋণই হদিসবিহীন গ্রাহককে বিতরণ করা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরী ফরম অসম্পূর্ণ, চার্জ ফরম ও দলিলায়ন ত্রুটিপূর্ণ। গ্রাহক ও জামিনদারের ছবি নেই। স্বাক্ষরসমূহ সনাক্ত করা হয়নি। লোন নং-১৪ ও ১৬ এর গ্রাহক ও জামিনদার একে অপরের ফরমে স্বাক্ষর করেছেন।
- ঋণ প্রদান কমান্ড এরিয়ার মধ্যে থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সকল গ্রাহকই কমান্ড এরিয়ার বাইরে। উক্ত এসএমই লোনে কতজনের কর্মসংস্থান হবে তার কোন তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়নি। ঋণসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আদায় করা হয়নি।
- যেহেতু ঋণ গ্রাহক হদিসবিহীন এবং ব্যবসায়িক অস্তিত্ব নেই, সেহেতু শাখা ব্যবস্থাপক ও গ্রাহকের যোগসাজশে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছে মর্মে নিরীক্ষার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।
- এক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের এসএমই নীতিমালার আলোকে সুষ্ঠু মনিটরিং করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, উল্লিখিত এসএমই ঋণগুলোর ব্যাপারে ইতোমধ্যে জড়িত কর্মকর্তাদের শাখায় সংযুক্ত করে ঋণগুলো আদায়ের মনিটরিং আরো জোরদার করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অস্তিত্বহীন অব্যবসায়ীদের ঋণ বিতরণ করায় উল্লিখিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনাণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৫টি ঋণের ২৯,৮১,১৯৪ টাকা সমন্বিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জন্য শাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জড়িত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ মনিটরিং এর অভাবে অস্তিত্বহীন ব্যবসায়ীর অনুকূলে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৯২,৪৪,২৭৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ হতে ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০১-২০১২খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে জেবিডিতে রক্ষিত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আঞ্চলিক কার্যালয় দিনাজপুর এর অধীন মালদহপট্টি শাখায় গুরুতর অনিয়মের মাধ্যমে সিসি (হাঃ) ও আরসি ঋণ বিতরণ করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং এর অভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়ের তদারকি কর্মকর্তার যোগসাজশে অস্তিত্বহীন ব্যবসায়ীর অনুকূলে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ১,৯২,৪৪,২৭৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" তে দেখানো হলো)।**
- পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১-৯ এর গ্রাহকরা ব্যবসায়ী না হওয়া সত্ত্বেও এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ জামানতের বিপরীতে সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- পরিশিষ্টের ৪,৭,৮,৯,১১,১৩ এর ঋণের বিপরীতে গৃহীত বন্ধকী সম্পত্তি অতি মূল্যায়িত করা হয়েছে।
- কতিপয় গ্রাহকের অনুকূলে পূর্বের সিসি (হাঃ) ও আরসি ঋণ দায় ছিল এই তথ্য গোপন করে পুনরায় সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম লেনদেন দেখিয়ে ঋণসমূহ সচল রাখার অপপ্রয়াস করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একই তারিখে সমপরিমাণ টাকা উত্তোলন ও জমা করা হয়।
- পূর্বের ৬টি গ্রাহকের অনুকূলে ৩,৯৪,৭৮৩ টাকা দায়ের তথ্য গোপন করে ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে পুনরায় ১,৮৮,৪৯,৪৯১ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের মোট ক্ষতির পরিমাণ ১,৯২,৪৪,২৭৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রধান কার্যালয়ে শৃংখলা বিভাগ কর্তৃক মালদহপট্টি শাখার উল্লিখিত ঋণের ব্যাপারে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে ঋণগুলো আদায় করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রধান কার্যালয়ের যথাযথ মনিটরিং এবং তদারকি না থাকায় উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ০০-০০-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ১৪টি সিসি (হাইপো) ঋণের মধ্যে ৩টি ঋণের অনাদায়ী ৬০,৩৮,৬১৮ টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায়/ সমন্বয় করা হয়েছে, ৩টি ঋণ পরিশোধের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের সাথে সাথে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। ৪টি পল্লী ঋণের ২টির মোট ১৩,৬৪৩ টাকা আদায় হয়েছে অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জনাব মোঃ গোলাম নবী, পিও এবং আঞ্চলিক প্রধান জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম খান, ডিজিএম এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম ঃ রপ্তানিকৃত ফ্রোজেন ফিসের মূল্য ইস্যুয়িং ব্যাংকের নিকট থেকে প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ক্ষতি ৩,২৯,১৫,১৭৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালি ব্যাংক লিঃ, শামস ভবন শাখা, খুলনা এর ২০০৮-২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃহতে ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে প্রোফর্মা ইনভয়েস, এলসি কপি, বিল অফ লেডিং, দাখিলকৃত বিল,স্টেটমেন্ট এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- রপ্তানিকৃত ফ্রোজেন ফিসের মূল্য ইস্যুয়িং ব্যাংকের নিকট থেকে প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ক্ষতি ৩,২৯,১৫,১৭৫ টাকা।
- ফ্রোজেন ফিস রপ্তানিকারক মেসার্স প্রিমিয়াম ফিস চিংড়ী রপ্তানির উদ্দেশ্যে রূপালী ব্যাংক লিঃ, শমস ভবন শাখার ব্যবস্থাপক বরাবর এলসি কপিসহ সাপোর্টিং ডকুমেন্টস দাখিল করেন। ফ্রোজেন ফিস(চিংড়ী)জাহাজীকরণ (Shipment) নিশ্চিত হবার পর ৮টি বিলের বিপরীতে (৪৩,৭৮,৫৪০ + ৮৮,০৮,৪৫৭ + ৯৩,১৯,২৯৭ + ১,১৩,২৩,০৪৪ + ৮৩,৮৩,২৭১ + ১,০৮,৪৫,০৬৮ + ১,১৮,৭৭,১৯১ + ১৩,৭০,৮৫০) ৬,৬৩,০৫,৭১৮ টাকা শাখা হতে মেসার্স প্রিমিয়াম ফিসকে প্রদান করা হয়। টাকা প্রদানের পর ৮টি বিল প্রত্যাবাসিত হওয়ার জন্য জার্মানী এবং বেলজিয়াম এর ইস্যুয়িং ব্যাংকে পাঠানো হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, গাইড লাইনস্ ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ভলিউম-১ এর ২২ নং অধ্যায়ের ১৩নং অনুচ্ছেদ এবং ২০০৯ সনের সংশোধিত গাইড লাইনের ৮ নং অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২৩(সি) মোতাবেক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য অবশ্যই রপ্তানির তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যাবাসিত হতে হবে।
- এক্ষেত্রে বর্ণিত বিলগুলোর বিপরীতে বাংলাদেশী মুদ্রায় (৩৭,৮১,৬৮০+ ৬৮,৫৯,৯২০+ ৭২,৯৪,২৪১ + ৭৭,৮৩,৫৫৮+ ৬৯,৮৭,৫৪৪+ ৬,৮৩,৬০০) ৩,৩৩,৯০,৫৪৩ টাকা প্রত্যাবাসিত হয়েছে।
- বর্ণিত ক্রমিক ৬ ও ৭ এর ৫৫ নং ও ৩ নং বিলে দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণই অপ্রত্যাবাসিত রয়ে গেছে। সুতরাং ৮টি বিলের মধ্যে যথাক্রমে ১৮,১৯,৪১,৫২,৫৪ এবং ৭৮ নং বিল বাবদ আংশিক হিসাবে প্রত্যাবাসিত হয়েছে। বর্তমানে ৮টি বিল বাবদ জার্মান এবং বেলজিয়ামের এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংকের নিকট বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩,২৯,১৫,১৭৫ টাকা অপ্রত্যাবাসিত অবস্থায় রয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ড " তে দেখানো হলো)।**
- এতদ্‌বিষয়ে শাখা থেকে অপ্রত্যাবাসিত অর্থ আদায়ের কোন জোর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট উল্লিখিত অর্থ আদায়ের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ফ্রোজেন ফিসের মূল্য প্রত্যাবাসিত হবার জোর প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এতদ্‌বিষয়ে শাখা থেকে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এ ধরনের কোন করেসপনডিং নথি/রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ৩০-০৪-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়েছে। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-০৮-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত: ইস্যুয়িং ব্যাংকের নিকট দাবীকৃত বিলগুলোর প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ - ১৪।

শিরোনাম ঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই না করে ঋণ অনুমোদন ও পরবর্তীতে আংশিক ঋণ বিতরণের কারণে প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ায় শিল্পটি রুগ্ন হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,৭৯,৩২,৯৫৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার মনোহরপুর শাখার ২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১ সালের হিসাব ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃহতে ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট শাখার ঋণ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই না করে ঋণ অনুমোদন ও পরবর্তীতে আংশিক ঋণ বিতরণের কারণে প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ায় শিল্পটি রুগ্ন হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,৭৯,৩২,৯৫৭ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" তে দেখানো হলো)।**

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগ-১ এর স্মারক নং HO/ICD-1/912 তাং-২৭-০৯-২০০৪খ্রিঃএর মাধ্যমে মেসার্স কুমিল্লা ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিঃকে শিল্প ঋণের প্রাক অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পটির বিনিয়োগ মূল্য ২,৭০,৩৭,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার অনুপাত হচ্ছে ৫০: ৫০। পরবর্তীতে স্মারক নং HO/ICD-1/486 তাং-১৩-১২-২০০৪ খ্রিঃএর মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

- ঋণের শর্ত মোতাবেক ব্যাংক নির্ধারিত অনুপাত বাবদ ইমপোর্ট মেশিনারি বাবদ ১,০২,৯৮,০০০ টাকা ও লোকাল মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বাবদ ২৫,০০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ প্রদান করবে এবং উদ্যোক্তা তার অনুপাত বাবদ প্রদেয় অর্থ দ্বারা জমি ক্রয়, ভবন নির্মাণ, গ্যাস-বিদ্যুৎ ইত্যাদি অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করবে।

- গ্রাহক তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পর এলসি নং-০২৬৪০৫০১০০০৮ তাং-১৬-০১-২০০৫খ্রিঃ ইনভয়েস নং ২৩/০৫ তাং-১৪-০৩-২০০৫খ্রিঃ বি/এল নং এআরসি ০০৮৯ এফ তাং-৩১-০৫-২০০৫খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৫৪ প্যাকেজ মূলধনী যন্ত্রপাতির ১টি চালান আমদানি করেন, যার মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়।

- মেশিনটি কারখানায় প্রতিস্থাপনের পর স্থানীয়ভাবে তোয়ালে ও সুতা উৎপাদন পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়। উক্ত তোয়ালে ও সুতা ডাইং করার জন্য ডায়ার মেশিন ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের সময় সানরাইজ পদ্ধতিতে তোয়ালে ও সুতা শুকানোর প্রস্তাব ছিল। এ পদ্ধতিতে শুকনো মালামাল ছিল নিম্নমানের ও রপ্তানি অনুপোযোগী। ব্যাংক প্রকল্প ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে এই কারিগরী বিষয়টি যাচাই না করায় মূলধনের অভাবে প্রকল্পটি পরবর্তীতে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়।

- পরবর্তীতে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও ক্রেতাদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে গ্রাহক অটো ডায়ার মেশিন (তোয়ালে ও সুতা শুকানোর মেশিন) ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ঋণের জন্য আবেদন করেন। অটোডায়ার মেশিনটি ক্রয়ের জন্য ব্যাংক কোন প্রকার ঋণ প্রদান না করে অনুমোদিত অবশিষ্ট ঋণও পবর্তীতে প্রদান করেনি। যার ফলে অদ্যাবধি অটোডায়ার মেশিনটি সংযোগ সম্ভব হয়নি। ফলে স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত গ্রে-তোয়ালে ও সুতা বিক্রয় করে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হয়নি বিধায় ঋণটি বর্তমানে কুঋণে পরিণত হয়েছে।।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- রপ্তানিমূখী শিল্পের সম্ভাবনা যাচাই না করে ঋণ প্রদান করায় এবং পরবর্তী প্রকল্প পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান না করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ২৭-০৯-২০১২ খ্রিঃতারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ মামলার অগ্রগতি অনুসরণপূর্বক ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ১৫।

শিরোনাম ঃ ঋণের শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও একাধিকবার পুন:তফসিল, শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ না করলেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং প্রকল্প বহির্ভূত জমি বিক্রি করে ঋণ হিসাবে জমা না করায় প্রকল্প ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,১০,০২,২৪৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লি:, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার অধীন রাজগঞ্জ শাখার ২০০৮-০৯ হতে ২০১০-২০১১ খ্রিঃসালের হিসাব ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃহতে ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে শাখার প্রকল্প ঋণের নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- ঋণের শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও একাধিকবার পুন:তফসিল, শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ না করলেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং প্রকল্প বহির্ভূত জমি বিক্রি করে ঋণ হিসাবে জমা না করায় প্রকল্প ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,১০,০২,২৪৩ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ণ " তে দেখানো হলো)।**
- রূপালী ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালযের শিল্প ঋণ বিভাগ-১ এর স্মারক নং-প্রকা/ শিঋবি-১/৩৬০ তারিখ:০৭-০৭-২০০৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে রাজগঞ্জ শাখার গ্রাহক মেসার্স ভিটা ডেইরী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড ট্যুরিজম এর অনুকূলে ৫০:৫০ ডেট ইক্যুইটি অনুপাতে ১,৪৬,৯২,০০০ টাকা (নির্মাণ কালীন সুদ ৮,৩২,০০০ টাকা সহ) ৫ বৎসর মেয়াদে প্রকল্প ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।
- ঋণের শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় ১৮-০৮-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অপরিশোধিত সুদসহ ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ১,৯০,৪৫,০০০ টাকা। এমতাবস্থায় গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ও ডাউনপেমেন্ট প্রদান করায় প্রধান কার্যালয়, শিল্প ঋণ বিভাগ-১ এর স্মারক নং-প্রকা/ শিঋবি-১/৮৬৪ তারিখ: ০১-১২-২০০৮খ্রিঃএর মাধ্যমে ১মবার ঋণটি ডিসেম্বর/২০১৪ মেয়াদে পুন:তফসিল করা হয়। ঋণের শর্ত মোতাবেক পরপর ২টি কিস্তি খেলাপী হলে পুন:তফসিলের সুবিধা বাতিল হবে ও প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে শাখাকে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পুন:তফসিলের শর্ত পরিপালন না হওয়ায় ঋণ আদায়ের পদক্ষেপ হিসাবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য গত ০৯-০৪-২০১০খ্রিঃ ও ১১-০৪-২০১০খ্রিঃতারিখে দুটি সংবাদপত্রে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে উক্ত সম্পত্তি বিক্রী না করে ১১-০৯-২০১১ খ্রিঃতারিখে শিল্প ঋণ বিভাগ-১ এর স্মারক নং-প্রকা/ শিঋবি-১/৮৫৫ এর মাধ্যমে ২য় বার পুন:তফসিল করা হয়।
- ২য় পুন:তফসিল মোতাবেক মোট ৩৬টি কিস্তিতে সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হবে। কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ৫,৫৫,০০০ টাকা + আরোপিত সুদ। শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধের তারিখ ছিল জুন/২০১০ খ্রিঃ, পরপর ২টি কিস্তি খেলাপী হলে পুন:তফসিলের সুবিধা বাতিল হবে এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকেই ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা শাখাকে নিতে হবে। গ্রাহকের নিকট মে/১২ পর্যন্ত কিস্তি বাবদ ৪৫,১৯,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে, যা ৮টি কিস্তির অধিক। এতে প্রতীয়মান হয় ঋণটি কিস্তি খেলাপী হয়। ফলে পুন:তফসিলের সুবিধা বাতিলযোগ্য।
- গ্রাহক কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও পুন:তফসিলের শর্ত মোতাবেক শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য অদ্যাবধি কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের সামিল।
- ২য় পুন:তফসিলের ৩নং শর্তে প্রকল্প বহির্ভূত ২৭ শতাংশ জমি বিক্রী করার অনুমোদন দেয়া হয় এবং ৪নং শর্তে জমি বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রাহকের ঋণ হিসাবে জমা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। অদ্যাবধি শাখা কর্তৃক বিক্রীর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে গ্রাহকের নিকট প্রকল্প ঋণ হিসাব নং-১ ও ২ এ সর্বমোট (আসল- ৭২,৯৩,৯৭৫ + সুদ- ৩৭,০৮,২৬৮) ১,১০,০২,২৪৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শর্ত মোতাবেক পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূবর্ক ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ২৭-০৯-২০১২ খ্রিঃতারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের সমুদয় টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -১৬।

শিরোনাম ঃ জালিয়াতি এবং নিকাশ (ক্লিয়ারিং) এর মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪,০৭,৩০,২০১ টাকা ।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা উত্তর, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লবী শাখা ১৯৯৪-২০১১ সালের, শ্যামলী শাখা ২০০২-২০১১ সালের হিসাব ০৭-০৫-২০১২ খ্রিঃহতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রি; তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় ডে বুক, দৈনিক ভাউচার রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শাখার ৬৯টি চেক এবং প্রোটেস্ট বিল জালিয়াতি ও নিকাশ(ক্লিয়ারিং)এর মাধ্যমে পল্লবী শাখায় ৩,৮৮,৫০,২০১ এবং শ্যামলী শাখায় ১৮,৮০,০০০ সর্বমোট ৪,০৭,৩০,২০১ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ।
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন শাখা হতে আগত সকল চেকসমূহ নিকাশ (ক্লিয়ারিং) ঘরের মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক স্থানীয় কার্যালয়ে আসার পর স্থানীয় কার্যালয় হতে এ সকল চেক পরিশোধের জন্য পল্লবী শাখায় প্রেরণ করা হলে পল্লবী শাখা সংযুক্ত চেক হতে এক বা একাধিক চেক গোপন করে ঐ সকল চেকের সমপরিমাণ অর্থ নিকাশ পরিশোধের জন্য রেসপন্ড (জমাভুক্তি) করে বিগত ১৪-০১-১৯৯৭ খ্রিঃহতে ২৪-০৫-১৯৯৭ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত শাখার রেকর্ডপত্র, রেজিস্টার ফর্ম (হ্রাসকৃত) নথিভুক্ত করে ৬৯ টি চেকের মাধ্যমে ৩,৮৮,৫০২০১ টাকা আত্মসাৎ করা হয় ।
- ডে বুক, ঢাকা মেইন একাউন্টস, এবং প্রধান কার্যালয় হিসাব রেজিস্টারে টাকার অংক হ্রাস/বৃদ্ধি করে রাখা হতো। ডেবিট এডভাইজ এ বর্ণিত ইনস্ট্রুমেন্টে গরমিল পরিলক্ষিত হয়।
- ১০টি চেক আইএফআইসি ব্যাংক, ১২টি চেক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ২টি চেক স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক লিঃ হতে উপস্থাপন করা হয়। অবশিষ্ট ৪৫টি চেকের হদিস পাওয়া যায়নি।
- ৩টি চলতি হিসাব নং ১৬০১,১৬৩০ ও ১৬২০ খোলা হয়। এ সকল ব্যাংকের অনুকূলে চেক বহি ইস্যু করা হয়। সেই সকল চেকের মাধ্যমে পল্লবী শাখা হতে অন্য ব্যাংকে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- শ্যামলী শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪৩৫৪,৪৮৫৫,৪৫৫৫, ৩টি হিসাবে শাখার সাসপেন্স হিসাব সানড্রি ডেটর্স ডেবিটপূর্বক ৯,৭৫,০০০ টাকা জমা করে ইয়ার মার্ক করে রেখে সঞ্চয়ী হিসাব নং ১০৭২২ ও ১০০৭৩ হিসাবে ৮,৭৫,০০০ টাকা সানড্রি ক্রেডিট হিসাবে জমা করে রাখে। ব্যাংক কর্মচারী যোগসাজশে জালিয়াতির মাধ্যমে ১৮,৮০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
- অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলা নং ৩/৯৯ এর শুনানির জন্য গত ০৮-০৩-২০১১ খ্রিঃতারিখ ধার্য ছিলো। কিন্তু ব্যাংকের আইনজীবির সহকারী উক্ত তারিখ তার ডায়েরীতে অত্র মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ না করার কারণে আইনজীবি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। বিজ্ঞ আদালত বাদীর অনুপস্থিতির কারণে খারিজ করে দেন।
- অত:পর মামলাটি restore করার জন্য আইনজীবি গত ০৬-০৭-২০১১ খ্রিঃতারিখে মিস কেস ২৭/২০১১ দায়ের করেন। মামলার কোন অগ্রগতি নেই ।
- এ বাবদ পল্লবী শাখা ৩,৮৮,৫০,২০১ টাকা, + শ্যামলী শাখা ১৮,৮০,০০০ টাকা সহ, সর্বমোট ৪,০৭,৩০,২০১ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়ী ১। ইসাহাক জমাদার, ম্যানেজার ২। মোজাম্মেল হক, এসপিও ৩। নাজমা বেগম, সুপারভাইজার ৪। আব্দুল করিম, পিও ৫। মোশারফ হোসেন, সিনিয়র অফিসার ৬। তোজাম্মেল হক, অফিসার ৭। রেজাউল ইসলাম,সিনিয়র অফিসার ৮। সালেহ আহম্মেদ, হিসাবধারী ৯। মেসার্স আহম্মেদ এন্টারপ্রাইজ,হিসাবধারী ১০। বিএন এন্টারপ্রাইজ, হিসাবধারী ।১১। তানভীর আহম্মেদ, হিসাবধারী ১২। ফরিদ আহম্মেদ, হিসাবধারী ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, জনাব মোজাফ্ফর হোসেন ব্যবস্থাপকসহ ৪জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জাল জালিয়াতি, নিকাশ (ক্লিয়ারিং) এর মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১৮-০৯-২০১২ খ্রিঃতারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আত্মসাৎকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৭।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না হওয়ায় খেলাপী ঋণবাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৪,০৫,৩৪,৯৪৪ টাকা।

বিবরন ঃ

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৫ হতে ২০১০ খ্রিঃসালের হিসাব ১৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-১০-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণের লেজার, লোন ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না হওয়ায় খেলাপী ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৪,০৫,৩৪,৯৪৪ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ত " তে দেখানো হলো)।**
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স হুদা উইন্ট্রী ফ্যাশনস লিঃ কে ১০০% রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস (সুয়েটার) ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার জন্য ২৯-১২-২০০৫ খ্রিঃতারিখে ৩,৬৫,৮১,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ঋণ সীমা ০৪-০৭-২০০৬ খ্রিঃতারিখে ৪,৪৩,৯৬,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। ঋণটি ১৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছিল এবং প্রতি কিস্তির হার ছিল ২৮,২১,০০০ টাকা। মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছিল ৩০-১২-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত। ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ছিল জুলাই, ২০০৭ খ্রিঃ। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণটি খেলাপীতে পরিণত হয়।
- পরবর্তীতে ১১-০২-২০১০ খ্রিঃতারিখে ঋণ হিসাবটি পুন:তফসিল করা হয়। ১৭টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণটি পরিশোধযোগ্য ছিল। মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ২ বছর বৃদ্ধি করে ৩০-১২-২০১৩ খ্রিঃতারিখ পুন:নির্ধারণ করা হয়। প্রতি কিস্তির হার ছিল ৩১,৩৪,৭৬৪ টাকা। ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ছিল ১০-০৩-২০১০ খ্রিঃ। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পুন:তফসিল শর্তানুযায়ী কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণটি পুনরায় খেলাপীতে পরিণত হয়।
- পুন:তফসিল এর শর্ত নং-৪ এ যেকোন ২টি কিস্তি খেলাপী হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্তানুযায়ী পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল হয়ে যায় । পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল হওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে শাখা কর্তৃক কার্যকরী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ঋণ হিসাবটিতে ২৯-০৩-২০১১ খ্রিঃতারিখের পর থেকে লেনদেন বন্ধ রয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক ব্যাংকের মনোনীত একজন প্রতিনিধিকে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। শর্তটি পরিপালন করা হয়নি। পুন:তফসিল শর্তানুযায়ী আদায়যোগ্য কিস্তির বিপরীতে ১৭টি অগ্রিম চেক নেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রও শাখায় জমা দেয়া হয়নি ।
- গ্রাহক ব্যাক-টু ব্যাক এলসি নং-০২৬৫১০০৬০০০৮, তারিখঃ- ২৩-০৫-২০১০ খ্রিঃএর মাধ্যমে চীন থেকে ৪০,০০০ মাঃ ডলার মূল্যমানের মালামাল আমদানি করে। কিন্তু গ্রাহক আমদানিকৃত মালামাল দ্বারা তৈরী পোষাক রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে ২৯,৪৮,০০০ টাকার দায় পরিশোধ করা হয়। ফোর্সড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছিল ১০-০৫-২০১১ খ্রিঃ। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে। ফলে ঋণটির বিপরীতে ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সুদসহ ৩০,০৭,৬১৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতাকে এক্সপোর্ট এলসির বিপরীতে ২৮-০৭-২০১০ খ্রিঃতারিখে ৭,৮০,০০০ টাকা প্যাকিং ক্রেডিট ঋণ প্রদান করা হয় যার মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছিল ১৫-০৮-২০১০ খ্রিঃ। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা সমন্বয় করা হয়নি। ২৮-০৬-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত ঋণটির বিপরীতে সুদসহ ৮,৫০,৬৫৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ঋণ বিতরণের পর থেকেই হিসাবটিতে লেনদেন বন্ধ রয়েছে । রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহকৃত নথিতে পাওয়া যায়নি। মেয়াদকালের মধ্যে রপ্তানি আয় থেকে /নিজস্ব উৎস থেকে সমন্বয়ের শর্ত থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবগুলো ইতোমধ্যে খেলাপীতে পরিণত হয়ে BL (Bad and Loss) হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়েছে। ফলে ব্যাংকের ৪,০৫,৩৪,৯৪৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী ২টি কিস্তি খেলাপীর কারণে ঋণ হিসাব বিআরপিডি সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিজনকমানে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই গ্রাহককে ফোর্সড লোন পিসিসহ সমুদয় ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। শর্তানুযায়ী ১৭টি অগ্রিম চেক গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদান করা হলেও অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর আওতায় গ্রাহকের বিরুদ্ধ আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অগ্রিম চেক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়ার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃতারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ২৭-১২-২০১১ খ্রিঃতারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃতারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভায় ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ এর মধ্যে পুন:তফসিল সংক্রান্ত তথ্যাদি বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ০৪-০৬-২০১২খ্রিঃতারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণটি ১ম বারের মত পুন:তফসিলের পর ৬টি কিস্তি বাবদ ১৮৭.৪৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬১.৫৩ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী ২টি কিস্তি খেলাপী কারণে ঋণ হিসাবটি ক্ষতি মানে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়। গ্রাহক ২৩-১১-২০১১খ্রিঃতারিখে ডাউনপেমেন্ট ১০ লক্ষ টাকা বাবদ জমা করে পুন:তফসিলের আবেদন করায় প্রধান কার্যালয় হতে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শাখাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। গ্রাহক পুনরায় ৪৫.০০ লক্ষ টাকা জমা করে ০৮-০৫-২০১২খ্রিঃতারিখে ঋণটি পুন:তফসিল করার জন্য আবেদন করেছেন যা প্রক্রিয়াধীন। পুন:তফসিল হয়ে থাকলে পুন:তফসিল মোতাবেক কিস্তি আদায়ের অগ্রগতি অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০৪-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ -০১।

শিরোনাম ঃ রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ১৮-০১-২০১০খ্রিঃ ও ১০-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৫-০৪-২০১০খ্রিঃ ও ২০-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব যথাক্রমে ২৫-০৪-২০১০খ্রিঃ এবং ২০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়ন এর পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'থ-১'**-এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ ও ২০১০ সালে লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ২০০৯ সালে লাভজনক শাখার সংখ্যা ১৬টি হ্রাস পেয়েছে এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬টি। মোট আমানতের পরিমাণ ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে ৩.৪৭% হ্রাস পেলেও ২০০৯ ও ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১.৩৭% ও ২৫.১৫%। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে ১১% হ্রাস পেলেও ২০০৯ ও ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১.৪৭% ও ১১.৫০%। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৪.১৪%, ১১.১৮% ও ৪০.২৯%। তবে প্রদত্ত মোট ঋণের যথাক্রমে ৩১.২৯%, ২০.৯১% ও ১১.৯৬% শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অতএব, অলাভজনক শাখার সংখ্যা হ্রাস করতঃ লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি, আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ সঠিক বিনিয়োগ এবং ঋণ আদায়ের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'থ-২'**-তে দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৭ সালের তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৯.৩৬%, ৪৭.৭৭% ও ৬৮.৪১%। পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩.৮৭%, ১৩.৫৬% ও ২৮.২১%। তবে আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হওয়ায় মোট লাভ বৃদ্ধি পেলেও ২০১০ সাল ব্যতিত প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ ও ২০০৯ সালে পুঞ্জিভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অতএব, সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক আয় বৃদ্ধিসহ পুঞ্জিভূত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'থ-৩'**-এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৭ এর তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.১৫%, ৪০.১৯% ও ৫৬.৮১%। তবে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি বছরগুলোতে আদায়ের পরিমাণ বাড়লেও ঋণ আদায় হয়েছে প্রদত্ত ঋণের মাত্র যথাক্রমে ২২.৭৭%, ৪৮.৫২% ও ৩৪.৫৫%। অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতঃ ঋণ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের অন্যান্য সম্পদ অংশের সাসপেন্স হিসাব খাতে ৫১৬৮২৮১২৬/- দেখানো হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা যথাযথ হিসাবে সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের অন্যান্য সম্পদ অংশের উৎসে কর কর্তন বাবদ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৩১৮,৭১.৩৯,৬৪৬/- টাকা দেখানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছরই পুঞ্জিভূত ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে বিধায় আয়কর প্রদেয় নয়। সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন এবং হিসাব নিষ্পন্ন করে ট্যাক্স হিসাবের জটিলতা দূর করা আবশ্যক।

- ১৯৭২-৭৩ হতে ২০০৬-০৮ এবং ২০০৩-২০১০ (বিশেষ নিরীক্ষাসহ) পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৫৫৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৪১টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩১৬টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট 'থ-৪'**-এ দেয়া হলো।
- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ **পরিশিষ্ট 'থ-৫'** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ব্যাংকটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষারিত

মো: আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৬৯১৭কম/এ-৮০০ বই, ২০১৪।